পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org

রেফারেন্স নং ০১/০১/২০২২ তারিখ : ১২-০১-২০২২

অধ্যাপক ব্রাত্য বসু,
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
বিকাশ ভবন, সল্টলেক,
কলকাতা।

মাননীয়েষু,

দীর্ঘ দেড় বছর বন্ধ থাকার পর রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুনরায় অফলাইন ক্লাস শুরু হওয়ায় রাজ্যের আপামর জনসাধারণ কিছুটা স্বস্তি লাভ করে। প্রত্যেক সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে দুদিন করে অন্তত শ্রেণী কক্ষে পাঠ দানের সুযোগ তৈরী হয়েছিল। দীর্ঘ দেড় বছর বাড়িতে আটকা পড়ে এবং অত্যন্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে অনলাইন ক্লাস করে ছাত্রছাত্রীরা এক দুরূহ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পঠনপাঠন হয়ে উঠে ছিল অত্যন্ত অগভীর এবং অসম্পূর্ণ। সেই সঙ্গে অনলাইন পরীক্ষা এবং মূল্যায়ণ অসচ্ছতায় ভরে ওঠে এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সমুহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এই অবস্থায় পুনরায় শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠন শুরু হওয়ায় অনেকেই আস্বস্ত হয়। কিন্তু মাত্র দেড়মাস অতিবাহিত হতেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হলো কোভিড সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে প্রায় দু'বছর স্থায়ী অতিমারীর পর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সবসময় রাজ্য সরকার একতরফা ভাবে গ্রহণ করেছে। ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপক -অধ্যাপিকা--অভিভাবক- সহ শিক্ষকসংগঠনগুলির কোনো অভিমত প্রকাশ করার পরিসর রাখা হয় না। এই রাজ্যের অতিমারীর প্রত্যেক ঢেউয়ের বেলাগাম সংক্রমণের কারণ অবাধে মেলা, খেলা, উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নির্বাচন সংঘটিত হওয়া। তারপর যখনই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় প্রথম বন্ধ করে দেওয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এ পর্যন্ত সবকটি আনলক পর্বে গণ-পরিবহন, শপিংমল, পানশালা, ৫০% শতাংশ উপস্থিতি সহ সরকারী ও বেসরকারী অফিস খোলা হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলবার বিষয়টি (অন্তত সব ছাত্রছাত্রীরা যাতে সপ্তাহে কম সংখ্যক দিনেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফলাইন পঠনপাঠনের সুযোগ পায়) তা কখনই খতিয়ে দেখেনি রাজ্য সরকার। প্রায় দুবছর শিক্ষাব্যবস্থা স্তব্ধ, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন তবু এই অতিমারী কালে সংক্রমিত হওয়া, গুরুতর উপসর্গের অসুস্থতা বা মৃত্যুহারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের কোনো পরিসংখ্যানও রাজ্য সরকার প্রকাশ করে নি। রাজ্যের একাধিক নির্বাচন হয়েছে, বড় বড় সমাবেশ হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশ হয়েছে, এমনকি এই তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যে গঙ্গাসাগর মেলাও বন্ধ

হয়নি। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেড়মাসের মাথায় বন্ধ হয়ে গেলো। দীর্ঘ দেড়বছর ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে না পারলেও অতিমারীর প্রত্যেক ঢেউয়ে তাঁরা এই মারণ ভাইরাসে নিশ্চিত ভাবে পূর্ণ মাত্রায় exposed হয়েছে অর্থাৎ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েও ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার যাবতীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে। এই কারণেই গত দেড়বছরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সংক্রমিত হওয়া এবং গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পরিসংখ্যানটি যাচাই করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দাবি করছে এই তৃতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণের প্রকোপ কমা মাত্র ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে আনার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এই নীতি নির্ধারণের আগে ছাত্র শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী অভিভাবকদের প্রত্যেক অংশের প্রতিনিধি সহ শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য সরকার আলোচনায় বসুক।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ওয়েবকুটা ইতিমধ্যে একাধিক চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছে অতিমারীর পর্বে শিক্ষার অচলাবস্থা এবং জাতীয় শিক্ষানীতির গভীর উদ্বেগজনক দিকগুলি এই রাজ্যে প্রতিহত করার মত বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের সাথে আমরা আলোচনার সুযোগ চাই। অতিমারীর তৃতীয় ঢেউয়ে সবেমাত্র চালু হওয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত করলো। এই পরিস্থিতি অতিমারী-মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকেও ৬০% - ৪০ % **blended mode** এ শিক্ষাব্যবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার UGC প্রস্তাবিত নীতি আরোপিত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়িয়ে তুলছে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই চিঠিতে উল্লেখিত গুরুতর বিষয়গুলি বিবেচনার দাবি জানাচ্ছে।

ধন্যবাদ সহ-

(শুভোদয় দাশগুপ্ত)
সভাপতি
মোবাইল নং ৯৮৩১২০১৮৫২

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৮৩০০২১৭৯৪